

ইয়হার: নুনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইয়হারের হরফ আসলে ঐ নুনে সাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।

অনুশিলন

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ	مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ	مَا نَسِخْ مِنْ آيَةٍ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا	وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ
حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ	مَنْ هَذِهِ الْقُرْيَةُ
قَوْلًا غَيْرُ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ	فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفِرِّقُونَ بِهِ
لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
فَإِنْ خِفْتُمُ الْأَرْيَقِيَّا حُدُودَ اللَّهِ	وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ

ইখফা: নুনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইখফার হরফ আসলে ঐ নুনে সাকিন বা তানবীনকে ইখফা (গোপন) করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

جَنَّاتُ عَدِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
إِنَّا أَنْزَلْنَاكُمْ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ	سَيِّصُّلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ	وَلَا أَنَّمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَاطِئَةٌ	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ	فَأَمَّا مَنْ قُلْتُ مَوَازِينُهُ

মীম সাকিনের গুন্নাহর বিবরণ

মীম সাকিন তিন প্রকারে পড়া যায়।

পরবর্তী হরফের বিবেচনায় মীম সাকিন এর তিন অবস্থা।

(১) ইখফা (২) ইদগাম (৩) ইযহার

(১) মীম সাকিনের পর ‘ب’ আসলে গুন্নাহসহ ‘م’ কে ‘ب’ এর মাঝে ইখফা (গোপন) করে পড়তে হয়। ইহাকে ইখফায়ে শাফায়ী বলে।

অনুশিলন

أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ	ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ
فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ	يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانَكُمْ	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ	وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِّنَ النَّارِ	أَنْبَئُهُمْ بِأَسْبَابِهِمْ

(২) ‘م’ সাকিনের পর ‘م’ আসলে প্রথম মীমকে দ্বিতীয় ‘م’ এর মাঝে ইদগাম করে দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। ইহাকে ইদগাম মিসলাইনে সগিরা বলা হয়।

অনুশিলন

فِإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْ هُدًى	لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ	الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ
وَادْعُوا شَهِدًا كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ	فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ	وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ
فَلَا تَهُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ	أَذْانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ	أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ

(৩) ★ সাকিনের পর ‘ب’ ও ‘م’ পড়তে হয়ে কোন হরফ আসলে ‘ম’ কে ইযহার (স্পষ্ট) করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَا يَلِيلَ	أَلْمَيْجَعُلُ كَيْدَهُمْ	أَلْمَتَرَكِيفَ فَعَلَ رَبِّكَ
وَامْرَأْتُهُ حَالَةُ الْحَطَبِ	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ	أَوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	أَوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

★ 'ম' সাকিনের পর অথবা আসলে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে পড়তে হয়।
ইহাকে ইয়হারে খাস বলে।

অনুশিলন

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبِيعِهِمْ
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّظَاهِرَةٌ	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْدِهِمْ
وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُصْرِفُونَ	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ	فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
وَيَنْدِهِمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	غَيْرِ الْبَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

'র' পুর ও বারিকের বিবরণ

★ র পুর করে পড়ার ৭টি কায়দা

(১) 'র' হরফে ঘবর হলে উক্ত 'র' কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	رَبِّ الْعَالَمِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ	لَا رَبِّ فِيهِ	صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ
وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الْطُّورُ	وَأَنَّ التَّوَابُ الرَّحِيمُ	إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(২) 'র' হরফে পেশ হলে উক্ত 'র' কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

وَأَيَّدَنَا هُبْرُوحُ الْقُدُسِ	وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا	كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللهِ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ	تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ
إِنَّا يَأْمُرُكُمْ	فَافْعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ	لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(৩) 'র' হরফে সাকিন তার পূর্বে যবর হলে উক্ত র কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশীলন

وَلَسْوَفَ يَرْضِي	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ	ثُمَّ مِنْهُمْ بِحِجَارَةٍ
فَتَرْضِي	وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ

(৪) 'র' হরফে সাকিন তার পূর্বে পেশ হলে উক্ত র কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশীলন

أَرْ كُسُوا فِيهَا	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	وَيُرِسِّلُ عَلَيْكُمْ
قُلْ هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ	أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

(৫) 'র' হরফে সাকিন তার পূর্বে কাসরায়ে আ'রযী হলে উক্ত র কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশীলন

الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ	لِهِنِ ارْتَضَى	إِنِ ارْتَبَثْتُمْ
إِلَّا لِهِنِ ارْتَضَى	وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا	إِلَّا مَنِ ارْتَضَى

(৬) 'র' হরফে সাকিন তার পূর্বে যের এবং পরে হরফে মুসতালিয়ার কোন হরফ আসলে উক্ত র কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশীলন

وَإِرْصَادًا	فِي قِرْطَاسٍ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

(৭) ওয়াকফের হরফে 'ر' সাকিন তার পূর্বে ইয়া ছাড়া অন্য হরফ সাকিন তার পূর্বে যবর বা পেশ হলে উক্ত 'ر' কে পুর করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

وَالْفَجْرِ ○	فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○	وَالْعُصْرِ ○
وَلَيَالٍ عَشِيرِ ○	مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَيْرِ حُسْنٍ ○
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○	لَا وَلِ الْحَسْنَ ○	وَتَوَاصُوا بِالصَّبَرِ ○
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرِ ○	حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ○	بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ○

'র' বারিক করে পড়ার নিয়ম

★ বারিক করে পড়ার ৪টি কায়দা

(১) হরফে যের হলে উক্ত 'র' কে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

وَرَأَى الْبَجْرِ مُؤْنَ النَّارَ	وَطُورِ سِينِينْ	وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ
وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا	أَوْ تَسْبِعُ لَهُمْ رِكْنًا	وَلِلَّهِ جَاهِلٌ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ

(২) হরফে সাকিন তার পূর্বে আসলী যের হলে উক্ত 'র' কে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

لَهُمْ جَنَاثُ الْفِرَّ دُوْسِ نُزْلَا	مِرْقَقًا
مِنْ أَلْفِ عَوْنَ	دِرْهَمًا

(৩) ওয়াকফের হরফে 'ر' সাকিন তার পূর্বে ইয়া সাকিন তার পূর্বে যবর হলে উক্ত 'র' কে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ ○	فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذِلِّكُمْ خَيْرٌ ○	قَالُوا لَا ضَيْرٌ ○
---	---	----------------------

(৪) ওয়াকফের হরফে 'র' সাকিন তার পূর্বের হরফ সাকিন তার পূর্বে যের হলে
উক্ত 'র' কে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

○ مِنْ وَيْلٍ وَلَا نَصِيرٌ	○ إِنْ هُنَّا إِلَّا سُخْرَى	○ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْدِّينَ كُمْ
○ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	○ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ

কুলকুলার বিবরণ

কুলকুলার স্তর তিনটি: (১) কুবরা, (২) উসত্তু, (৩) সুগরা।

১. কুলকুলা কুবরা: তাশদীদ যুক্ত কুলকুলার হরফে ওয়াকফ করলে সর্বোচ্চ
স্তরের কুলকুলা করে পড়তে হয় তাকে কুলকুলয়ে কুবরা বলে।

অনুশিলন

قُلْ هَيْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةُ	فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ	تَبَثُّ يَدَا أَبِي لَهَّبٍ وَرَبَّ
---	--------------------------------	-------------------------------------

২. কুলকুলা উসত্তু: কুলকুলার হরফে তাশদীদ ছাড়া ওয়াকফ করলে
মধ্যম স্তরের কুলকুলা করে পড়তে হয় তাকে কুলকুলয়ে উসত্তু বলে।

অনুশিলন

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُّحِيطٌ	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	وَلِكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ	وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رُوْجٍ بَهِيجٍ

৩. কুলকুলা সুগরা: ওয়াকফ ছাড়া সাকিন যুক্ত কুলকুলার হরফে নিম্নস্তরের
কুলকুলা করে পড়তে হয়।

অনুশিলন

فَالْبُورِيَاتِ قَدْ حَا	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	إِنْ أَبِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا	يَخْطُفُ أَبْصَارُهُمْ	فَوَسْطُنَ بِهِ جَنَّعاً
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ	وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ	نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

ওয়াক্ফ ও উহার চিহ্নের বিবরণ

(০) আয়াত শেষে এরূপ একটি গোল চিহ্ন দেওয়া হয়। ইহাকে ‘ওয়াকফে তাম’ বলে। সুতরাং এই গোল চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। কিন্তু যদি ওয়াকফে তামের উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকে যেমন: ৮-জ-ز-স-ম-

তবে এই চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াকফ করতে হবে।

(১) এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে লায়েম’ বলা হয়। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ না করলে বিপরীত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ওয়াকফ করা আবশ্যিক।

(২) এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে মুতলাকু’ বলা হয়। এর অর্থ ও বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এই চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করা উচ্চম।

(৩) এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে মুজাওয়ায’ বলা হয়। এইরূপ স্থানে ওয়াকফ করা না করা উভয়টাই জায়েয, তবে, না করা ভাল।

(৪) এই চিহ্ন কে ‘ওয়াকফে মুরাখখাস’ বলা হয়। এই রূপ স্থানে ওয়াকফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল। কিন্তু নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে ওয়াকফ করা যায়।

(৫) এই চিহ্নকে ‘ওয়াকফে আমর’ বলা হয়। ইহা ওয়াকফ করার জন্য নির্দেশ করে।

(৬) ইহাকে ‘কুলা আলাইহি ওয়াকফুন’ বলা হয়। অর্থাৎ কেউ ওয়াকফ করতে বলেন আবার কেউ না করতে বলেন। তবে ওয়াকফ না করা ভাল।

(৭) ইহাকে ‘লা ওয়াকফা আলাইহি’ বলা হয়। এই ৭ চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ না করার হুকুম।

(৮) ইহাকে ‘কুদ ইউসলু’ অর্থাৎ কোন কোন সময় এ চিহ্নতে ওয়াকফ করা হয়।

(صلی) ইহাকে ‘ওয়াসলে আওলা’ বলা হয়। এইরূপ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।
ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।

(سکنه) ইহার নাম ‘সাকতাহ’ এ স্থানে স্বর ভঙ্গ করতে হয়। নিঃস্বাস ছাড়তে হয় না।
(এই চিহ্ন কোরআনুল কারীমের ৮ জায়গায় আছে)।

(وقفة) এ স্থানে সাকতাহর ন্যায় এমন ভাবে পাঠ করা যেন ওয়াকফের অধিক
নিকটবর্তী হয়। শ্বাস ছাড়বে না।

(✿) এই চিহ্নকে ‘মু’আনাকা’ বলা হয়। চিহ্নটি পাশা-পাশী দুইবার আসে। এই চিহ্ন
এমন স্থানে ব্যবহার হয় যেখানে এক আয়াতের দুই তাফসীরের সম্ভাবনা থাকে। এক
তাফসীর অনুযায়ী প্রথম স্থানে অন্য তাফসীর অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্ফ করা
উচিত।

(وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم) এখানে ওয়াক্ফ করা অতি উত্তম।

(وقف غفران) এখানে ওয়াক্ফ করলে গুণাহ মাফ হয়।

(وقف جبريل) এ স্থানে ওয়াক্ফ করা বরকতপূর্ণ।

(منزل) সাহাবী এবং তাবেরীদের এই আমল ছিল যে, তারা এক সম্ভাবে কোরআন
খতম করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা প্রতিদিন তেলাওয়াতের যে পরিমাণ নির্ধারণ করে
ছিলেন তাকেই মানফিল বা ‘হিযব’ বলা হয়। পবিত্র কোরআনে মোট ৭টি মানফিল
রয়েছে।

হাশিয়ার রংকু চিহ্ন: “۝” হরফের উপরে নীচে ও মধ্যে যে নম্বর দেওয়া আছে, ইহার
উপরেরটি সুরার রংকুর সংখ্যা, নীচেরটি পারার রংকুর সংখ্যা এবং মাঝেরটি দুই রংকুর
মধ্যবর্তী মোট আয়াত সংখ্যা।

* পূর্ণ কোরআনুল কারীমে ৭টি মজিল, ১১৪টি সুরা আছে, উহাতে ১৪টি সাজদা
(ওয়াজিব) এবং ৫৫৮টি রংকু আছে।